আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: ইস্তেগফার করা; ক্ষমা প্রার্থনা করা।

এখন শাবান মাসের অর্ধাংশ। কিছুদিন পরই পবিত্র রমজান মাস শুরু হবে। ইনশাল্লাহ আমরা সিয়াম পালন করবো। এবং কিয়ামুল্লাইল করে ইবাদত করব। রমজান মাসে বেশি বেশি ইস্তেগফার করা আমাদের উচিত। গুনাহ মাফের মাসে যেন আল্লাহ আমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন সে চেষ্টা করা অবশ্যই কর্তব্য। রিয়াদুস সালেহীনের চতুর্থ খন্ডের ২৬৩ ও ২৬৪ পৃষ্ঠায় ৭ টি দোয়া পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো এখানে সন্নিবেষ করা হলো:

১. পবিত্র কোরআনের সূরা মুহাম্মদ ১৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ

(হে নবী) আর নিজের এবং মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য ইস্তিগফার বা ক্ষমা করুন।

২. সূরা নিসার ১০৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৩. সূরা নাসর এর ৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

তোমার রবের তারিফ সহকারে তার তাসবীহ পাঠ কর। তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে তিনি অধিক পরিমানে তাওবা কবুলকারী।

৪. সূরা আলে ইমরানের ১৭ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে:

الصَّٰبِرِينَ وَالصَّٰدِقِينَ وَالْقَٰنِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

(মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য হলো) তারা ধৈর্যশীল, সত্যপন্থী, বিনত (আল্লাহর পথে) দানকারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

৫. সূরা নিসার ১১০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

যদি কেউ কোনো অপরাধের কাজ কিংবা নিজের উপর অত্যাচার করে বসে এবং পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা কামনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও দয়াবান পাবে।

৬. সূরা আনফালের ৩৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

(হে নবী) তুমি তাদের মধ্যে থাকবে আর আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন এমনটি আল্লাহ করবেন না। এবং আল্লাহ এমন ও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদের আজাব দেবেন।

৭. সূরা আলে ইমরান ১৩৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

তাদের দ্বারা যদি কোনো অশ্লীল কাজ হয়ে যায় অথবা নিজের উপর অত্যাচার করে বসে, তবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর স্মরণ করে এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া গোনাহ মাফ করতে পারে এমন কে রয়েছে? এই সব ব্যাক্তি জেনে শুনে খারাপ কাজ বারবার করে না।

মুসলিম শরীফের হাদীস নম্বর ২৭০২

রাসূল (স:) বলেন: (কখনো কখনো) আমার কলবের উপর আবরণ ফেলা হয়। আমি আল্লাহর কাছে দৈনিক ১০০ বার তাওবা করি।

বুখারী শরীফ হাদীস নম্বর ৬৩০৭

রাসূল (স:) বলেন: আল্লাহর শপথ! আমি দৈনিক ৭০ বারের অধিক আল্লাহর কাছে মাফ চাই এবং তাওবা করি। আল্লাহ আমাদেরকে তাওবা ও ইস্তেগফার করার তৌফিক দান করুন।

আমীন

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603